প্রচার ডায়েরি ১৫-৪-২০১৪

অরুণ জেটলি , রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

কংগ্রেসের নতুন স্লোগান : ' আমি না মম '

একটা প্রথম সারির নিউজ চ্যালেন গতকাল তাদের সমীক্ষা রিপোর্টের ফলাফল প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি এককভাবে পাবে ২২৬ টা আসন। আর এনডিএ জোট পাবে ২৭৫ টি আসনের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা। এই প্রথম কোনও সমীক্ষার ফলে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেল এনডিএ। আমার মনে হয় এই সমীক্ষার ফলে বাস্তবে প্রতিফলন ঘটেছে। যতই বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচন এগিয়ে আসছে ততই সেখানে বাস্তবটা প্রতিফলিত হচ্ছে। দুটো বিষয়ের খুব স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটছে । একটা কংগ্রেসের উপর মানুষের রাগ। অন্যটা নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা। আমার নিজের ধারণা যাপ্রতিফলিত হচ্ছে তার তুলনায় অনেক ভাল ফল করবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ।

কংগ্রেস যত ডুবছে ততই তাদের প্রচার পর্বও অগোছাল হয়ে পড়ছে। বার্তাও স্পষ্ট নয়। গতকাল নিজেদের পথও পরিবর্তন করল কংগ্রেস। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে প্রচার ও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে তাঁর ছবি কংগ্রেসকে পিছনের সারিতে নিয়ে গেছে। তাই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবার নিজেই সামনের সারিতে এসে নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমস্ত চিভি চ্যানেলের স্লট নিয়ে বক্তৃতা দিলেন তিনি।

তিনি কতটা আগ্রাসী এর থেকেই তা পরিস্কার। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য, সাক্ষাৎকার, সাংবাদিক সম্মেলন সবই মিডিয়া কভার করে। তাই নিজের বক্তব্য প্রচারের জন্য চিভি চ্যানেল গুলির স্লট কেনার প্রয়োজন ছিলনা কংগ্রেস সভানেত্রীর। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ছেলের জায়গায় নিজেকে তুলে ধরাই ছিল এর উদ্যেশ্য। রাহুল গান্ধীর উপর ভরসা হারানোতেই এই উদ্যোগ।কারণ মানুষের উপর তাঁর বক্তব্যের বিশেষ প্রভাব পড়ছিলনা। টিভি চ্যানেলে ভাষণ দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা যে ধারাবাহিকতা চলছে তা শেষ মুহুর্তে পরিবর্তন করা যাবেনা। তবে তাঁর বার্তাও কাজে আসবেনা। সোনিয়া গান্ধীর গতকালের যে ভাষণ টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে সমপ্রচারিত হয়েছে তর থেকে একটা বার্তা পরিস্কার যে এখন কংগ্রেস পার্টির নয়া স্লোগান " আমি না মা "।